১। "এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?

☞ উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

❑ উক্তিটি লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

❑ ধনশালী বৃদ্ধ ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী মাত্র সাতদিনের জ্বরে ভুগে মারা গেলে মুখুয্যে বাড়ির সকল সদস্য মৃতের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করতে লাগলেন। মুখুয্যে বাড়িতে তখন ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ-জামাই, নাতি-নাতনি, নাতবৌ, নাতজামাই, দাসদাসীতে পরিপূর্ণ ছিল। বয়স্কা সতী লক্ষ্মী গিন্নী ভরা সংসার রেখে পরলোকগতা হয়েছেন—এ বড়ো ভাগ্যের কথা। তাই গ্রামের সমস্ত সধবা মেয়েরা মুখুয্যে বাড়িতে এসে সতী লক্ষ্মী মুখুয্যে গিন্নীকে শেষবারের মতো আলতা, সিঁদুর পরিয়ে দিতে লাগলেন। পুত্রবধূরাও দামী শাড়ি মৃত শাশুড়িকে পরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে চন্দনের গন্ধে, ফুলের গন্ধে এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়। সেই পরিবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে গল্পকার উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

২। "সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? 'সে' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে? কোন দৃশ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে?

☞ উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

❑ 'সে' বলতে এখানে অভাগীর কথা বলা হয়েছে।

❑ ধনশালী বৃদ্ধ ঠাকুরদাস মুখুয্যের বয়স্কা স্ত্রী পরলোকগতা হলে গ্রামের সমস্ত মানুষ তার মৃত পত্নীকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। সধবা মেয়েরা সৌভাগ্যবতী সতীলক্ষ্মীর মাথায় সিঁদুর ও পায়ে আলতা লেপে দিয়ে স্ত্রী-আচার শেষ করার পর ছেলে, জামাই, নাতিসহ গ্রামের প্রচুর মানুষ মুখুয্যে গিন্নীর শবদেহ নিয়ে অন্তিম সৎকারের জন্য রওনা হল। ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর শবদেহ নিয়ে তারা যখন শ্মশানে যাচ্ছিল, তখন অভাগী বাড়ির উঠোনের গাছ থেকে কয়েকটি বেগুন তুলে হাটে বেচতে চলেছিল। সেই সময় মুখুয্যে গিন্নীর শবদেহ যাত্রার দৃশ্য দেখে অভাগী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে এই দৃশ্যের কথাই বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

৩। "কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল"—কাঙালীর মা কে? উক্তিটি স্পষ্ট করো।

☞ কাঙালীর মা হল অভাগী।

❑ ধনশালী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের বয়স্কা স্ত্রীর মৃত্যুতে সমারোহপূর্ণ শবযাত্রার সঙ্গে দরিদ্র দুলে জাতের কাঙালীর মা অভাগীও শ্মশানে গিয়েছে এবং ছোট জাত বলে দূর থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে। হরিধ্বনির সঙ্গে পুত্রের হাতে মুখুয্যে গিন্নীর মুখাগ্নি দেখতে দেখতে অভাগীর চোখে জল আসে। সে নিজের ছেলের হাতে আগুন পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়। স্বামী পুত্রকে রেখে মৃত্যু হলে এবং পুত্রের হাতে মুখাগ্নি লাভ করলে স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী বলে একটা সংস্কার অভাগীর মনে বদ্ধমূল ছিল। হিন্দু সমাজের সংস্কার অন্তরে ধারণ করে চোখের সামনে চিতার ধোঁয়ার মধ্যে কল্পনায় সে এক রথের চেহারা দেখতে পেল। অশিক্ষিত ছোটজাতের স্ত্রীলোক হলেও তার এই অনুভূতির গাঢ়তা ও কল্পনাশক্তির প্রখরতা তার চরিত্রকে এক অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

৪। "এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কে? ছলনা করার কারণ স্পষ্ট করো।

☞ উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

❑ উদ্ধৃতাংশটির বক্তা লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

❑ দারিদ্র নিত্যসঙ্গী হলেও অভাগী চরম হতাশার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করে নি। বরং তার চরিত্রে দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক বিস্ময়কর ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। জন্মের পর পরই অভাগী মাকে হারায় এবং বাবার উপেক্ষা ও অযত্নে বড় হয়ে ওঠে। এমন কি বিয়ের পর স্বামী রসিক বাঘ অন্যায়ভাবে তাকে ছেড়ে অন্য বউ নিয়ে গ্রামান্তরে চলে গেলেও সে ভেঙে পড়ে নি; একমাত্র পুত্র কাঙালীকে অবলম্বন করে নতুন আশার জাল বুনেছে। অবশেষে কাঙালী পনের বছরে পা দিয়েছে এবং বেতের কাজ শিখতে শুরু করেছে। অভাগীর আশা ছেলে রোজগার করতে শুরু করলে তাদের দুঃখ ঘুচবে। যাইহোক একদিন কাঙালী ভাত খেয়ে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে সে দেখে মা অভাগী তার পাতের উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো মাটির পাত্রে ঢেকে রাখছে। কাঙালী মাকে ভাত খাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে অভাগী জানায়, তার খিদে নেই। কিন্তু কাঙালী একথা বিশ্বাস করে না। আসলে অভাগী খিদে না থাকার অজুহাত প্রায়ই ছেলেকে দেখায় যা তার ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অভাবের সংসারে দ্বিতীয়বার রান্নার সংগতি অভাগীর থাকতো না—তাই বারবার তাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হত। এও সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এক অপূর্ব প্রকাশ।

৫। "পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহা কেহ নাকি চাহিতে পারে—তাহা তাহার কল্পনার অতীত"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন গল্প থেকে

Scanned by CamScanner

নেওয়া হয়েছে? তাহার পায়ের বলতে কার পায়ের কথা বলা হয়েছে? তার এই ভাবনার কারণ কি ছিল?

☞ উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

❑ 'তাহার পায়ের' বলতে অভাগীর স্বামী রসিক বাঘের কথা বলা হয়েছে।

❑ অভাগীর নাড়ী দেখে গ্রামের ঈশ্বর নাপিত আসন্ন মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয়। অভাগীর অন্তিম ইচ্ছা ছিল স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সতী সাধ্বীর মতো পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেওয়া। মায়ের আদেশে কাঙালী পাশের গ্রাম থেকে তার বাবা রসিক বাঘকে মায়ের শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে ডেকে আনে। অথচ স্ত্রী অভাগীকে সে কোনও দিন ভালোবাসে নি এবং স্ত্রী পুত্রকে সহজেই পরিত্যাগ করে গ্রামান্তরে চলে যায়। তাতে তার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। নিম্নজাতের দুলেদের মধ্যে স্বামীর পদধূলি নেবার কোন রীতি নেই। এই সাংস্কৃতিক চেতনা নিম্নশ্রেণির মানুষদের মধ্যে প্রত্যাশিতও নয়। তাই অভাগীর এই অভাবনীয় ব্যবহারে রসিক বাঘ হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। তার মত তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যক্তির পদধূলি কারো প্রয়োজন হতে পারে সেটি সে কল্পনাও করতে পারে না। নিজের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সচেতনতা ছিল বলে রসিকের এরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

৬। "এই ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে যে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল"—উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? এখানে কার কথা বলা হয়েছে? তার কি অভিজ্ঞতা ঘটেছিল?

☞ উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

❑ এখানে অভাগীর পনের বছরের ছেলে কাঙালীর কথা বলা হয়েছে।

❑ অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে কাঙালী জমিদারের দারোয়ান হিন্দুস্থানী পাঁড়েজি, জমিদারের গোমস্তা অধর রায় এবং শেষ পর্যন্ত গ্রামের ধনী মানুষ ঠাকুরদাস মুখুয্যে ও তার বড় ছেলের থেকে যে হৃদয়হীন অমানুষিক ব্যবহার পেয়েছে তাতে তার কিশোর মন একটি রূঢ় সামাজিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে উপলব্ধি লাভ করতে হলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পরিণত বয়সের উপলব্ধি প্রয়োজন। ঘন্টা দুয়েক ধরে সে যে সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা সাধারণত পরিণত বয়সেই ঘটে থাকে। কাঙালী অল্পবয়সেই বুঝেছে যে সমাজে অর্থবান, ক্ষমতাবান উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা হৃদয়হীন। দরিদ্র মানুষদের অতি তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষাটিও পূরণ হবার পথে তারা বাধা দিয়ে বিফল করে দেয়। কিশোর বয়সেই কাঙালীর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

Scanned by CamScanner